১০৭

দৈনিক ইত্তেফাক

11 AUG 1997

তারিখ ... 11 AUG 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

ঢাকা ভার্সিটিতে অবৈধ উপায়ে ভর্তি

সংঘবদ্ধ চক্র সক্রিয়

আনোয়ার আলদীন ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈধ উপায়ে ছাত্র ভর্তির একটি সংঘবদ্ধ চক্র সক্রিয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই চক্রটিকে ধরিবার জন্য চেষ্টা চালাইতেছে। দীর্ঘদিন ধরিয়া এই চক্রটি ভর্তির প্রলোভনে ফেলিয়া ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিয়া আসিতেছে। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের ভর্তি শাখায় এই চক্রের হাতে প্রতারিত দুইজন ছাত্র আসিয়া লিখিতভাবে অভিযোগ করার পর কর্তৃপক্ষ তাহাদের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ চক্রের সন্ধান লাভ করে। অভিযোগকারী গাজী মোঃ আলী আক্কাস এবং মোহাম্মদ আক্তার হোসেনের নিকট হইতে ভর্তির প্রলোভন (২য় পৃঃ দ্রঃ)

সংঘবদ্ধ চক্র

(প্রথম পৃঃ পর)

দেখাইয়া এই চক্রটি ৪৩ হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। কর্তৃপক্ষ ইহার পাশাপাশি ইতিমধ্যে কয়েকজন ছাত্রের সন্দেহমূলক ভর্তির কাগজপত্র আটক করিয়া খতাইয়া দেখিতেছে। এই চক্রের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক কর্মচারী ও বহিরাগত জড়িত এমন তথ্য কর্তৃপক্ষের হাতে রহিয়াছে। জানা গিয়াছে, গত ২/৩ বছরে অবৈধ উপায়ে ভর্তি হওয়া প্রায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর ছাত্রত্ব বাতিল করা হইয়াছে। অর্থের বিনিময়ে মিথ্যা তথ্য দিয়া কর্মচারী কোটায় ভর্তি করাইতে গিয়া একজন কর্মচারীর চাকুরী গিয়াছে দুই বছর পূর্বে। পদার্থবিদ্যা বিভাগের ঐ কর্মচারী জনৈকা তরুণীকে নিজের স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়া 'ওয়ার্ড' কোটায় ভর্তি করাইয়াছিল।

গত বৃহস্পতিবার অভিযোগকারী আলী আক্কাস ও আক্তার হোসেন জানায়, আজিজ সুপার মার্কেটের তৃতীয় তলা হইতে প্রকাশিত 'মাসিক বঙ্গ' পত্রিকার প্রকাশনা সম্পাদক নাসিম আহমেদ মহসিন নামে এক ব্যক্তি তাহাদের 'কর্মচারী কোটায়' বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া নিশ্চয়তা দেয়। আক্কাস এবং আক্তারের বাড়ী টঙ্গীতে, আক্কাস 'খ' ইউনিটে (ক্রমিক নং-৭৯৩৮) এবং আক্তার 'ক' ইউনিটে (ক্রমিক নং ৫২) ভর্তি পরীক্ষা দেয়। কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারে নাই। এক পর্যায়ে মহসিন 'ভর্তি হইতে লাগিবে' বলিয়া আক্কাসের নিকট হইতে ১৮ হাজার এবং আক্তারের নিকট হইতে ২৫ হাজার টাকা নেয়। উহার পর মহসিন আজিজ সুপার মার্কেট হইতে তাহার অফিস এবং কলাবাগান এলাকা হইতে বাসা বদল করে। গত বৃহস্পতিবার আক্কাস ও আক্তার ভর্তি শাখায় আসিয়া তাহাদের ভর্তির ব্যাপারে জানিতে চাহিলে শাখা প্রধান রেজাউল হক চৌধুরী তাহাদের আটক করিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ও প্রক্টরের সামনে লিখিতভাবে তাহাদের অভিযোগ দাখিল করে। পরে কর্তৃপক্ষ তাহাদের এসএসসি ও এইচএসসির মূল কাগজপত্র রাখিয়া দেয় এবং প্রতারক চক্রকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সম্মুখে হাজির করার নির্দেশ দেয়।

এদিকে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়াছে, কর্মচারী ওয়ার্ড কোটায় চলতি শিক্ষাবর্ষেও কিছু সন্দেহমূলক ভর্তির কাগজপত্র জমা পড়িয়াছে যাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।